খ্রাইস্টচার্চ মসজিদে আক্রমণের ঘটনা তদন্তে রয়্যাল কমিশন

রয়্যাল কমিশন কি?

৮ই এপ্রিল ২০১৯ সনে মহামান্যা গভর্নর জেনারেল মাননীয়া ডেইম প্যাটসি রেডি জারিকৃত কাউন্সিল আদেশক্রমে ২০১৯ সালের মার্চে খ্রাইস্টচার্চ মসজিদে সংগঠিত আক্রমণের ঘটনা অনুসন্ধানে দি রয়্যাল কমিশন অফ ইনকুয়ারি (রয়্যাল কমিশন) গঠন করা হয়।

খ্রাইস্টচার্চ মসজিদে আক্রমণের ঘটনা অনুসন্ধানে রয়্যাল কমিশন শুরু থেকে আক্রমন হওয়া পর্যন্ত সংগঠিত ঘটনাগুলির প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সংস্থাগুলির ভূমিকা তদন্ত করবে। (যার) উদ্দ্যেশ্য হলো পুনরায় এটা নিশ্চিত করা যে নিউজিল্যান্ডের মুসলিম সম্প্রদায়সহ সর্বস্তরের জনগনের নিরাপত্তা ও সার্বিক কল্যানের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলি থেকে সকল যৌক্তিক পদক্ষেপ গ্রহন করা হচ্ছে।

রয়্যাল কমিশনকে 30 April 2020 তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে হবে।

রয়্যাল কমিশন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ ভাবে দ্বায়িত্ব পালন করবে এবং আক্রান্ত সকলের প্রতি বিশেষত যারা হামলার শিকার ব্যক্তি ও তাঁদের পরিবারবর্গ, মুসলিম সম্প্রদায় এবং সার্বিকভাবে খ্রাইস্টচার্চ ও নিউজিল্যান্ডের অধিবাসীবৃন্দের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে।

কোন কোন বিষয়ে তদন্ত?

রয়্যাল কমিশনকে অনুসন্ধান করতে হবেঃ

- ১৫ই মার্চ ২০১৯ এ আক্রমণের প্রাক্কালে সংশ্লিষ্ট দ্বায়িত্বশীল রাজ্য সংস্থাসমূহ কি পরিমান অবগত ছিল
- কোন প্রকার তথ্যপ্রাপ্তির (যদি থাকে) সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সংস্থাসমূহ কী (ব্যবস্থা গ্রহন) করেছিল
- আক্রমণটি প্রতিহতের জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্য সংস্থাসমূহ অতিরিক্ত আর কোন পদক্ষেপ গ্রহন করতে পারতো কিনা
- ভবিষ্যতে এই ধরনের আক্রমণ প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট দ্বায়িত্বশীল রাজ্য সংস্থাসমূহ আর কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি?

রয়্যাল কমিশন এর তদন্তে সংশ্লিষ্ট তথ্য যে কোন ব্যাক্তির কাছ থেকে শুনতে আগ্রহী

রেফেরেন্সের শর্তাবলী পূরণ করে এমন অভিজ্ঞতাসমূহ ব্যক্তি, সম্প্রদায় এবং সংস্থার কাছ থেকে জানতে চাই

সংশ্লিষ্ট রাজ্য সংস্থার বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ঠিকাদার বৃন্দকে রয়্যাল কমিশনে যোগাযোগ করতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে যদি তাঁরা মনে করেন তাঁদের প্রদেয় তথ্য তদন্তে সাহায্য করবে।

সম্মানিত স্যার উইলিয়াম ইয়াং, কেএনজেডএম: তদন্ত কমিটির প্রধান

স্যার উইলিয়াম সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারপতি এবং নিউজিল্যান্ডের আপিল আদালতের সাবেক সভাপতি। ২০১০ সালের জুন মাসে তিনি সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন।

স্যার উইলিয়াম ১৯৭৪ সনে ইউনিভার্সিটি অফ ক্যান্টারবারি থেকে আইনে প্রথম শ্রেনীর সম্মান সহ স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন এবং ১৯৮৮ সনে ব্যারিষ্টার ও ১৯৯১ সনে মহামান্যা রাণীর একজন পারিষদ নিযুক্ত হন।

১৯৯৭ সনে, স্যার উইলিয়াম হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন, আপিল আদালতে উন্নীত হন (২০০৫), প্রেসিডেন্ট আপিল আদালত (২০০৬) এবং সুপ্রীম কোর্ট (২০১০)।

"এই তদন্তে নেতৃত্ব প্রদান একটি গৌরবের বিষয়। নিউজিল্যান্ডের প্রতিটি নাগরিকের তাঁদের সমাজে নিরাপদে থাকার ও নিশ্চিন্ত বোধ করার অধিকার রয়েছে। এখানে এরূপ আরও একটি মর্মান্তিক ঘটনা প্রতিরোধে রয়্যাল কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।"

জ্যাকি কেইন
সদস্যা

জ্যাকি কেইন (Ngāi Tahu, Kāti Māmoe, Waitaha) ২০১৫ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত চিলি, কলম্বিয়া, পেরু, ইকুয়েডর এবং বলিভিয়ায় নিউজিল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত ছিলেন।

এই বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে, তিনি Te Rūnanga o Ngāi Tahu তে কাজ করছেন।.

জ্যাকি নিউজিল্যান্ডের ওটাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন ও বাণিজ্য বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি একজন ক্যারিয়ার ডিপ্লম্যাট ছিলেন এবং নিউজিল্যান্ডের পররাষ্ট্র ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ট্রেড নিগোসিয়েশন ডিপার্টমেন্ট, লিগাল ডিভিশন, এবং আমেরিকাস ডিভিশন সহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেন। জ্যাকি সিঙ্গাপুর ও মেক্সিকোতে ডেপুটি এম্বাসেডর এবং ভানুয়াতুতে ডেপুটি হাই কমিশনার হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

"নিউজিল্যান্ড একটি শান্তিপূর্ণ, অতিথি-বান্ধব দেশ। আমাদের সীমানা সন্ত্রাসের হাত থেকে সুরক্ষিত রাখতে সম্ভব সব কিছুই আমাদের করতে হবে। আমি এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে অবদান রাখতে পেরে গর্বিত।"

রয়্যাল কমিশনের সাথে যোগাযোগ করুন:
E: info@christchurchattack.royalcommission.nz ফোন ০৮০০ ২২২ ৯৮৭ www.ChristchurchRoyalCommission.nz